২৪/১০/২০০১

তারিখ ... ...
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

ভোরের কাগজ

শিক্ষক সমিতি ফেডারেশনের সংবাদ সম্মেলন

'চাকরি নিরাপত্তা বিধি', শিক্ষা উন্নয়ন পরামর্শক কমিটি গঠনসহ ৯ দফা দাবি

কাগজ প্রতিবেদক : সুস্থ্য শিক্ষাঙ্গন এবং শিক্ষক-কর্মচারী ও শিক্ষা সংশ্লিষ্ট বিষয়ে সরকারের পক্ষ থেকে যদি ইতিবাচক সাড়া না পাওয়া যায়, সেক্ষেত্রে সরকারের বিপক্ষে অবস্থান নিতে আমরা দ্বিধা করবো না। গতকাল মঙ্গলবার জাতীয় প্রেসক্লাবে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে নবগঠিত সরকারের কাছে বিভিন্ন দাবি-দাওয়া উত্থাপন করে বাংলাদেশ শিক্ষক সমিতি ফেডারেশন স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয়ে সরকারের প্রতি তাদের অবস্থানকে এভাবে স্পষ্ট করেন। সংবাদ সম্মেলনে লিখিত বক্তব্য পাঠ করেন ফেডারেশনের সেক্রেটারি জেনারেল অধ্যক্ষ কাজী ফারুক আহমেদ। উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ শিক্ষক সমিতি সভাপতি মোহাম্মদ আজিজুল ইসলাম, বাংলাদেশ কলেজ শিক্ষক সমিতির পক্ষে অধ্যক্ষ আসাদুল হক, বাংলাদেশ সরকারি কলেজ শিক্ষক পরিষদের পক্ষে অধ্যক্ষ আলী আকবর খান বাংলাদেশ সরকারি মাধ্যমিক শিক্ষক সমিতির পক্ষে জি এন আর বাশার প্রমুখ।

বক্তারা বলেন, শিক্ষার মান উন্নয়নে এবং শিক্ষকদের পেশাগত মর্যাদা সংরক্ষণ ও সমুন্নতকরণে জনগণের নির্বাচিত সরকারের সঙ্গে একযোগে কাজ করার নীতিতে ফেডারেশন বিশ্বাসী। তবে নবগঠিত সরকার ইশতেহারে যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল তার বাস্তবায়ন আমরা চাই।

সরকারের কাছে নেতৃবৃন্দ জানতে চান, বেসরকারি শিক্ষকদের সরকারি কোষাগার থেকে ৯০ শতাংশের পরিবর্তে ১০০ শতাংশ প্রারম্ভিক বেতন প্রদানের প্রতিশ্রুতি কবে বাস্তবায়িত হবে। তারা বলেন, বিগত সরকারের আমলে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে দলীয়করণের যে ধরণ ছিল, তা থেকে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে মুক্ত করতে হবে। এ জন্য তারা সংসদ সদস্যদের নেতৃত্বে 'আঞ্চলিক শিক্ষা উন্নয়ন পরামর্শক' কমিটি গঠন করার পরামর্শ দেন সরকারকে।

বক্তারা বলেন, ১৯৯৫ সালে শিক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রবর্তিত 'জনবল কাঠামো' বেসরকারি পর্যায়ে শিক্ষক স্বল্পতা সমস্যাকে বাড়িয়ে দিয়েছে। শিক্ষক সমিতি ফেডারেশন নতুন সরকারের কাছে এই নীতির সংশোধন ও পুনর্মূল্যায়ন দাবি করেন।

শহর-গ্রাম এবং সরকারি বেবসরকারি শিক্ষা ব্যবস্থাপনার বৈষম্য ঘুচানোর পদক্ষেপ নেওয়ার জন্য সরকারের প্রতি আহ্বান জানিয়ে ফেডারেশন নেতৃবৃন্দ বলেন, বৈষম্যহীন অভিন্ন জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থা চালু করতে হবে। শিক্ষক নিয়োগে সুস্পষ্ট নীতিমালা এবং পরীক্ষার ব্যবস্থা না থাকার ব্যাপারে বক্তারা প্রশ্ন করেন, বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষক নিয়োগে তৃতীয় বিভাগ প্রাপ্তরা অযোগ্য বিবেচিত হলেও গত বছর নিয়োগকৃত ২২০০০ শিক্ষকের মধ্যে শতকরা ৬০ ভাগই হলো তৃতীয় বিভাগ প্রাপ্ত; এটা কি করে হলো?

তারা বলেন, এসব দুর্নীতির কারণে মেধাবীরা শিক্ষকতা পেশায় আকৃষ্ট হচ্ছেন না এবং শিক্ষার মানও উন্নয়ন হচ্ছে না।

বেসরকারি শিক্ষকদের 'চাকরি নিরাপত্তা বিধি', পেনশন স্কিম প্রবর্তন, জাতীয় শিক্ষা উন্নয়ন পরামর্শক কমিটি গঠন, জাতীয় পর্যায়ে শিক্ষক পরিষদ গঠনসহ ৯টি দাবি সরকারের কাছে উত্থাপন করেন শিক্ষক সমিতি ফেডারেশন নেতৃবৃন্দ।